সাত কলেজের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে জটিল সমীকরণ

এম এইচ রবিন
২৯ জানুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম

একাডেমিক, প্রশাসনিক ও অবকাঠামোর সব সুযোগ-সুবিধা নিয়ে গঠন করা হয় ‘ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি’। আর শুধু একাডেমিক ও অধিভুক্তির সুযোগ নিয়ে গড়ে উঠে ‘অ্যাফিলিয়েট ইউনিভার্সিটি’। ঢাকার আলোচিত সাত কলেজ নিয়ে ঠিক কোন মডেলের ইউনিভার্সিটি করা হবে তা নিয়ে জটিল সমীকরণে পড়তে যাচ্ছে শিক্ষা প্রশাসন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বতন্ত্র বিশ^বিদ্যালয় গঠনের জন্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছেÑ ‘একাডেমিক’, ‘প্রশাসনিক’ ও ‘অবকাঠামো’ নিশ্চিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ^বিদ্যালয়ের রূপ (মডেল) চূড়ান্ত করা। এ ছাড়া আলোচিত সাত কলেজ নিয়ে স্বতন্ত্র বিশ^বিদ্যালয় করতে হলে এর বিদ্যমান উচ্চমাধ্যমিক স্তর বহাল রাখার জটিলতা এবং উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ^বিদ্যালয় জন্য পৃথক শিক্ষক নিয়োগসহ নানা জটিল বিষয় সামনে আসবে। এ ছাড়া একই ধরনের দাবি অন্যান্য শহরের কলেজগুলো থেকে উঠলে তার কী হবে সেটিও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিতে পারে।

UNIBOTS

প্রসঙ্গত, সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কলেজগুলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদা করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে গত সোমবার। এরপর এই সরকারি সাতটি বড় কলেজের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় করার পরিকল্পনার কথা জানায় সরকার। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) মাধ্যমে একটি কমিটি কাজ করছে।

গতকাল শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ সাংবাদিকদের জটিল প্রক্রিয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, সরকারি সাত কলেজ নিয়ে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় করা হবে। তবে তা করতে জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, নতুন একটা বিশ্ববিদ্যালয় করতে সময়ের প্রয়োজন। এটা তিন দিনের মধ্যে করা তো সম্ভব নয়। এটার কাঠামোর বিষয় রয়েছে। এটার মডেল কী হবে, সেটা নিয়ে কাজ হচ্ছে। কারণ এটি বেশ জটিল প্রক্রিয়া।

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, আট বছর আগে একটি সরকার বিবেচনাহীনভাবে সাত কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করে। এ কারণে জটিল সমস্যা তৈরি হয়েছে। এ সাত কলেজ নিয়ে নতুন একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় করা হবে। তিনি বলেন, মনে রাখতে হবে, একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে বহুদিন থাকবে। এখানে বহু বছরের শিক্ষার্থীদের স্বার্থের ব্যাপার রয়েছে। তাই আমরা তড়িঘড়ি করে অবিবেচনামূলক সিদ্ধান্ত নিলে হবে না। ভেবেচিন্তে সবকিছু করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় করতে হলে প্রথমে সংবিধি তৈরি করতে হয় উল্লেখ করে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, সেখানে শিক্ষক নিয়োগসহ আরও অনেক কিছু বিষয় রয়েছে। এ ছাড়া আইন ও অর্থের ব্যাপারও রয়েছে। এ ছাড়া সনদের প্রয়োজন হয়। সেটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে দেওয়া হয়। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় হয়।

চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ঢাকার বড় সাতটি কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি না করার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে ঘোষণা দিয়েছে, এটি তার সঙ্গে আলোচনা করে দেয়নি। এ বছর থেকেই ভর্তি করা হবে না, এটার জন্য তারা প্রস্তুত ছিলেন না।

এ বিষয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে ঘোষণা দিয়েছে, এটা আমার সঙ্গে আলোচনা করে তো আর ঘোষণা দেয়নি। আমার নিজের পরামর্শ ছিল, যখন এ ঘটনাগুলো ঘটছিল, তখন কয়েকবার ফোনে কথা হয়েছিল, আমি আরেকটি মিটিং থেকে বেরিয়ে গিয়ে শুধু বলেছিলাম, ওই কলেজগুলোর শিক্ষার্থীরা তাদের ভর্তির বিষয়ে, পরীক্ষার বিষয়ে যতগুলো অসুবিধা আছে, যতদূর সম্ভব, যেগুলো যেন নিরসন করা হয়। কিন্তু এ বছর থেকেই আর ভর্তি করা হবে না, এটির জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

কয়েকটি কলেজ নিয়ে একটি বিশ^বিদ্যালয় গঠনের ‘মডেল’ কেমন হবে জানতে চাইলে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) সাবেক উপাচার্য এবং ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ আলমগীর গতকাল আমাদের সময়কে বলেন, ছাত্রদের দাবিগুলোর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দাবি এসেছে। তা হচ্ছে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত, ক্লাসরুমের ধারণ ক্ষমতাসম শিক্ষার্থী ভর্তি করাসহ ওদের (ছাত্রদের) দাবি মানসম্মত লেখাপড়ার। এখন এ সমস্যার কারণে সাতটি কলেজের জন্য একটি বিশ^বিদ্যালয় স্থাপন। আবার অন্য কোনো শহরে কয়েকটি কলেজের শিক্ষার্থীরা যদি একই দাবি করে তার সমাধান কী? আমাদের আগে সমস্যার মূলে যেতে হবে। দেশে বর্তমানে দুই ধরনের বিশ^বিদ্যালয় আছেÑ ‘ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি’ এবং ‘অ্যাফিলিয়েট ইউনিভার্সিটি’।

তিনি বলেন, ‘অ্যাফিলিয়েট ইউনিভার্সিটি’ হিসেবে আমাদের জাতীয় বিশ^বিদ্যালয় কাজ করছে। এর অধীনে সারাদেশের সব সরকারি-বেসরকারি কলেজসমূহে উচ্চমাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে। অথচ জাতীয় বিশ^বিদ্যালয়ের কোনো পূর্ণাঙ্গ একাডেমিক, প্রশাসনিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুযোগ নেই। কলেজগুলোর পাঠ অনুমোদন, বিষয় অনুমোদন, পরীক্ষা গ্রহণে সীমাবদ্ধ। এর কোনো প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই। তারা শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারে না। অন্যদিকে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে একাডেমিক, অবকাঠামোসহ সবগুলো সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতের মাধ্যমে স্বতন্ত্র বিশ^বিদ্যালয় গঠন হয়। এখন সাত কলেজের বিষয়টা খুবই জটিল একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এসব কলেজে

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠদান হচ্ছে। বিশ^বিদ্যালয় রূপ দেওয়া হলে এই উচ্চমাধ্যমিক স্তর পৃথক করতে হবে। আবার কলেজ এবং বিশ^বিদ্যালয়ের পৃথক শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

কুয়েটের এই সাবেক উপাচার্য বলেন, সবকিছুর মূলে ছাত্রদের দাবি মানসম্মত একটি ডিগ্রি। তারা এটার নিশ্চয়তা চায়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যে কমিটি গঠন করছে সরকার, তাদের উল্লিখিত বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ বলা হয়েছেÑ জাতীয় বিশ^দ্যিালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয় হবে। সেখানে একজন উপ-উপচার্য থাকবেন। যেখানে অঞ্চলভিত্তিক কলেজগুলোর একাডেমিকসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এখন আমরা সেদিকে যাব কী না? সেটি এখন ভাবনার সময় এসেছে।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রথম দফায় রাজধানীর সাতটি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। সাতটি সরকারি কলেজ হলোÑ ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ। এসব কলেজে শিক্ষার্থী প্রায় দুই লাখ। শিক্ষক এক হাজারের বেশি।

প্রধান উপদেষ্টার ডাকে জরুরি বৈঠক : রাজধানীর সরকারি সাত কলেজে চলমান পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি সভা করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল রাতে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অংশ নেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান।

পরে অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ গণমাধ্যমকে জানান, জরুরি বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে। তবে বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও বিষয়বস্তু জানতে দুই দিন অপেক্ষা করতে হবে। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা আমাদের ডেকেছিলেন। সেখানে সাত কলেজের বিষয়ে ‘ফ্রুটফুল’ আলোচনা হয়েছে। তবে কী আলোচনা হয়েছে, সেটা নিয়ে এখন আলোচনা করব না।